কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 02 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...২...

# বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা

## জ্ঞানার্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হোক

একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা নিয়ম ও আইনকানুন রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মনোজগতের বিকাশ, জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা হবে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণ। কিন্তু বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন কেবলই একেকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসনসংখ্যা কম হওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু সিংহভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অথচ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপার সম্ভাবনা হিসেবে দেখা দিতে পারত। যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা এখন কেবলই বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় পরিণত হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, উদ্যোক্তাদের কারণেই এমনটি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ অনুসারে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুসারে অনুমোদন পেয়েছে ৩১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। স্থায়ী সনদ পেয়েছে মাত্র দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১০ সালে আইন সংশোধনের আগে দেশে যে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে একটিও সব শর্ত পূরণ করে স্থায়ী হতে পারেনি। আইন অনুসারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোর আচার্য হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের জন্য উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ প্রতিটি পদে তিনজনের প্যানেল প্রস্তাব করে। রাষ্ট্রপতি সেই প্যানেল থেকেই চূড়ান্ত মনোনয়ন দেন। কিন্তু এক শ্রেণির উদ্যোক্তা নিজেদের স্বার্থে আইনানুগ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কারণ আচার্যের নিয়োগ করা কর্মকর্তাকে চাইলেই অপসারণ করা যাবে না। কিংবা নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা নাও যেতে পারে। তা ছাড়া শিক্ষাবিদ-কোষাধ্যক্ষ থাকলে ইচ্ছামতো অর্থ লোপাট সম্ভব নাও হতে পারে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। দেখা যাচ্ছে, বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চলছে ভাড়া করা বাড়িতে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সঙ্গে কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্ব আছে। সিন্ডিকেটের সভা সম্পাদনে রয়েছে নানা অনিয়ম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সুস্পষ্ট কোনো বেতন কাঠামো নেই। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর বিনা বেতনে অধ্যয়ন নিশ্চিত করেনি। উল্টো শিক্ষার্থীদের উচ্চ হারে টিউশন ফি দিতে হয়। নেই মানসম্মত ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি।

অপার সম্ভাবনার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। কালের কণ্ঠ'র গোলটেবিল বৈঠকে এসব বিষয় উঠে এসেছে। আমরা আশা করি, শিক্ষা বাণিজ্য নয়, শিক্ষার্থীর অধিকার হিসেবেই বিবেচিত হবে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।